দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 JUL 1988
পৃষ্ঠা ৫ কলাম 3

130

শিক্ষাঙ্গন

প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষকতা

সর্বকালে সর্বজনসম্মত উক্তি "শিক্ষক আদর্শের প্রতীক"। পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সম্প্রদায়ের সাধনার ফসল সমাজ। সম্মানিত শিক্ষকের দৈনন্দিন আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা প্রভৃতি অনুকরণ করে অধিকাংশ শিক্ষার্থী। শিশু বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত কোথাও এর ব্যতিক্রম খুব একটা নেই। ছাত্র জীবনে যে শিক্ষাগ্রহণ করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা-ই কর্মজীবনে প্রতিফলন ঘটে। সম্মানিত শিক্ষক অন্য পরিচয় "মানুষ গড়ার কারিগর"। মানুষের চোখে অন্ততঃ দোষমুক্ত হলেই সাধারণত তাঁদের "আদর্শের প্রতীক" আখ্যায়িত করা হয়।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, "আদর্শের প্রতীক" নামধারী সম্মানিত শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ রীতিমত ধূমপানে অভ্যস্ত। নিজ নিজ ধর্মীয় কর্তব্য পালনে বিমুখ বা উদাসীন। নিজ নিজ সত্ত্বা ভুলে গিয়ে অন্যের রঙে রঙ্গিন হওয়ার নেশায় ব্যস্ত। যেমন মুসলমান শিক্ষকদের মাঝে নেই মহান ইসলামের অনুশাসন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী শিক্ষকদের মাঝেও অভাব রয়েছে নিজ নিজ ধর্মীয় আচরণের। ধর্মীয় আচার-আচরণে বা নিয়ম পালনে বিমুখ বা উদাসীন ব্যক্তিগণ যত বড় সনদপ্রাপ্ত শিক্ষিত হোন, "আদর্শ মানুষ" হওয়ার যোগ্যতা রাখেন না। অথচ আমাদের সমাজে তারাও "মানুষ গড়ার কারিগর"।

এরই ফলে বর্তমান সমাজে সর্বপ্রকার অপকীর্তি। ছাত্রের হাতে শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার খবরও কাগজে ছাপা হচ্ছে। এতেও কি প্রমাণিত হয় না যে, শিক্ষাঙ্গনে কি শিক্ষাদান চলছে? সম্মানিত শিক্ষকদের অপমান করা অমার্জনীয় অপরাধ নিশ্চয়ই। কিন্তু এরই সাথে প্রশ্ন আসে— শিক্ষক মহোদয় কতটুকু নির্দোষ? অতএব শিক্ষাঙ্গনের পূর্ণতা দেশ ও জাতির জন্য সুশিক্ষা প্রচলনের তাগিদে অবশ্যই প্রতিটি শিক্ষাঙ্গনে "প্রকৃত শিক্ষক" আবশ্যক। কোন মহান পরিকল্পনা যদি কখনো কোন দেশে সর্বত্র সুশিক্ষাদান আশা করা হয় তাহলে সর্বপ্রথম ঐ সমস্ত নেশাখোর, কর্তব্য অবহেলা ও ধর্মীয় জ্ঞান উদাসীন শিক্ষক মহোদয়গণকে পুনঃ শিক্ষাদানের মাধ্যমে "প্রকৃত শিক্ষক"-এ রূপান্তরিত করা বা তদস্থলে "প্রকৃত শিক্ষক" নিয়োগ একমাত্র কাজ হওয়া উচিত।

—শেখ মুহম্মদ হারুন-অর-রশীদ

জরাজীর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কার

দীর্ঘদিন যাবত কোনো মেরামত কাজ না করায় মৌলভীবাজার জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৬টি ভবন ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। মৌলভীবাজার সদর উপজেলায় ৬টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় (অফিস ভবন), ১টি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় (শ্রেণী কক্ষ), ১টি সরকারী মহাবিদ্যালয় (অফিস ভবন) এবং ৬টি উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবহার অনুপযোগী রয়েছে। শ্রীমঙ্গল উপজেলায় ব্যবহার অনুপযোগী রয়েছে ২টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। বড়লেখা উপজেলায় ব্যবহার অনুপযোগী রয়েছে ১টি উচ্চ বিদ্যালয় এবং ৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। কমলগঞ্জ উপজেলায় ৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় ব্যবহার অনুপযোগী রয়েছে। ১৯৮৫ সালের ১৫ অক্টোবর রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল মিলনায়তনের ছাদ ধসে ৩৮ জন ছাত্রের অকাল মৃত্যুর ঘটনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে একটি সার্কুলার ইস্যু (মেমো নং ৫৭৩/এএস [৮৫] তাং ঢাকা ডি-২১ অক্টোবর '৮৫) করা হয়। সেই সার্কুলারে সারা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জরাজীর্ণ ভবনসমূহের তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়। সেই অনুযায়ী শিক্ষা বিভাগের আওতাভুক্ত ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের কুমিল্লা জোনাল নির্বাহী প্রকৌশলী (মেমো নং ২৩৫/৭০ ডি-জেড/এফডি, ৫-১১-৮৫) স্বতন্ত্র সার্কুলারের মাধ্যমে মৌলভীবাজার জেলার জরাজীর্ণ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।

এ প্রেক্ষিতে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় সহকারী প্রকৌশলী জেলার ৩৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন জরাজীর্ণ এবং ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষণা করে ছবি সহকারে বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ২৩ ও ২৯ নভেম্বর '৮৫ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে, এ ব্যাপারে আর কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এদিকে ব্যবহার অনুপযোগী ঘোষিত ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যালয়ে পড়াশোনা ও প্রশাসনিক কাজ চলছে। তাই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে বলে আমরা আশা করি।

—মোঃ আফজল হোসেন খান